



50308 - যদি কোন নারী চল্লিশদিনের আগেই নফিস থেকে পবিত্র হয়ে যান তাহলে তাকে গোসল করে নামায ও রোযা পালন করতে হবে

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী প্রায় ১৫ দিন আগে শাবান মাসে সন্তান প্রসব করছে। তার নফিসের রক্তস্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয় তাহলে কিসে নামায, রোযা, উমরা, কুরআন তলোওয়াত ও তারাবীর নামায ইত্যাদি শরয়ী দায়িত্বগুলো পালন করতে পারবে? নাকি তাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে; যমেনটিকিউ কটে বলছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জমহুর আলমেরে মতে, জমহুরের মধ্যে চার ইমামও রয়েছেন: নফিসের সর্বনমিন সময়েরে নরিদ্ষিট কোন ময়োদ নহে। কোন নারী যখনই নফিস থেকে পবিত্র হবে তখনই গোসল করা, নামায ও রোযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি; এমনকি সটো যদি সন্তান প্রসবেরে ৪০ দিন আগে হয় তবুও। “কনেনা শরয়িতে নফিসেরে সর্বনমিন ময়োদ সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয়নি। এ ব্যাপারে বাস্তবে যা পাওয়া যায় সটোই ভিত্তি। বাস্তবে নফিসেরে ময়োদ কমও পাওয়া যায়, বেশিও পাওয়া যায়।”[এটি বলছেন ইবনে কুদামা তার ‘আল-মুগনি (১/৪২৮)]

বরং কোন কোন আলমে এ অভিমতেরে ওপর আলমেদেরে ইজমা (মতকৈয়) বর্ণনা করছেন। তরিমযি (রহঃ) বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীবর্গ, তাবয়ীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী আলমেগণ এ মরমে ইজমা করছেন যে, নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশদিন পর্যন্ত নামায পড়বে না; তবে চল্লিশ দিনেরে আগেই যদি পবিত্রতা দেখেন তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়া শুরু করবেন।”[সমাপ্ত][দখুন: আল-মাজমু (২/৫৪১)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয় (১৫/১৯৫): যদি নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিনেরে আগেই পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তার জন্ম রোযা রাখা ও নামায আদায় করা কি জায়যে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ; যদি তিনি পবিত্র হয়ে যান তবে তার জন্ম রোযা রাখা, নামায পড়া, হজ্জ করা ও উমরা করা জায়যে হবে এবং তার স্বামীর জন্ম তার সাথে সহবাস করাও বধি হবে। যদি কটে ২০ দিনেরে দিন পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়বে, রোযা রাখবে এবং তার স্বামীর জন্ম তিনি হিলাল হবেন। উসমান বনি আবুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তবে তার এ মাকরুহ মনে করার ব্যাখ্যা হবে তিনি এটাকে ‘মাকরুহে তানযহি’ মনে



করতনে এবং এটিএ সাহাবীর নজিস্ব ইজতহাদ; যার পক্ষযে কোন দললি নহে।

সঠকি অভয়িত হল: এতে কোন অসুবধি নহে। যদি কটে ৪০ দিনরে আগহে পবতির হয় তাহলে তার এ পবতির সঠকি। চল্লশি দিনরে মধ্যযে যদি পুনরায় স্রাব শুরু হয় তাহলে সঠকি মতানুযায়ী, চল্লশি দিন পরযন্ত সটো নফিস হসিবে গণ্য হবে। তবে, ইতপূর্বে পবতির অবস্থায় তার পালনকৃত রোযা, নামায ও হজ্জ সহহি। যহেতে এগুলো পবতির অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। তাই এগুলো পুনরায় আদায় করার প্রয়জেন নহে।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রযে (৫/৪৫৮) এসছে:

“যদি কোন নফিসগ্রস্ত নারী চল্লশিদিন পূর্ণ হওয়ার আগহে পবতিরতা দেখতে পান তাহলে তিনি গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করবনে এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি (১০/১৫৫) এমন এক নারী সম্পর্কে যনি রমযানরে সাতদিন আগে সন্তান প্রসব করে পবতির হয়েছে এবং রমযানরে রোযা পালন করছেন। জবাবে তাঁরা বলেন: যদি বাস্তবে এমনটি হয়ে থাকে তাহলে পবতির অবস্থায় তার রমযানরে রোযা পালন সহহি; তাকে রমযানরে রোযার কাযা পালন করতে হবে না।[সমাপ্ত]